সংবাদ

004

তারিখ ... 6.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

সংবাদ

ঢাকা: মঙ্গলবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৯১

মূল্যবান দলিলপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ

গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্যালয়গুলোতে সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। গত ৩রা নভেম্বরের 'সংবাদ'-এ নরসিংদী সংবাদদাতা তাঁর প্রতিবেদনে অবশ্য অভিযোগ নয়, সেখানকার জিনারদী তহসিল অফিসে বিরাজমান চরম অব্যবস্থার চিত্রই তুলে ধরেছেন। সংস্কারের অভাবে পুরনো অফিস ঘরটি এখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে, তাতে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র নষ্ট হয়--ইতিমধ্যে অনেক নষ্ট হয়েছেও। ফলে তহসিল অফিসটি বলতে গেলে এখন নিষ্ক্রিয়। খাজনা দিতে গিয়ে চাষীরা খাজনা আদায়ের দাখিলা, রসিদ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রের অভাবে খাজনা দিতে পারছে না।

একই ধরনের অব্যবস্থার আরেকটা চিত্র প্রকাশ পেয়েছে একই দিনের 'সংবাদ'-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত এক চিঠিতে। ওই চিঠির লেখক ছাগলনাইয়া উপজেলার সাব রেজিস্ট্রার অফিসের বিবরণ দিয়েছেন। বৃটিশ আমলে নির্মিত ওই অফিস ঘরটির এখন ভগ্নোন্মুখ অবস্থা। বৃষ্টির পানি আর উই-ইঁদুরের সহজ শিকার হয়ে জমিজমার মূল্যবান দলিলপত্র খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ওই রকম পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে অফিসের কাজকর্মেও। ১৯৮২ সনের পরে রেজিস্ট্রীকৃত দলিলগুলো এখনো বালাম বইয়ে লেখা হয়নি। পত্রিকার ফাইল ঘেঁটে এমন দৃষ্টান্ত আরো উপস্থাপিত করা যায়। কিন্তু সংস্কার ও মেরামতের অভাবে জীর্ণদশাপ্রাপ্ত সরকারী অফিসগুলোর হাল-হকিকত কে না জানে? এগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের হয়ত হুঁশ হয় না, কিন্তু এসব অব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট নানা সমস্যার যারা শিকার হন তারা জানেন এর জন্যে কতখানি খেসারত দিতে হয়।

জিনারদী তহসিল অফিসে খাজনা আদায় বন্ধ রয়েছে, পরবর্তীকালে এ কারণে যে সব সমস্যা দেখা দেবে তার ভোগান্তি সইতে হবে কাকে? ওই চাষীদের। এর চেয়েও বড় আশংকার ব্যাপার হলো, সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া দলিলপত্রকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ আরো মারাত্মক হয়রানির মুখে পড়তে পারে। কারণ সুযোগ-সন্ধানী লোকের অভাব নেই, অর্থের জোর থাকলে তাদের সাফল্যও প্রায় নিশ্চিত। দলিল জাল করে একের জমি আরেকের নামে দেখানো, তারপর জোর খাটিয়ে আত্মসাৎ করা গ্রামাঞ্চলে কোনো নতুন ঘটনা নয়। এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা আর খুনোখুনি বলতে গেলে নিত্যকার ঘটনা। আর এসব দুর্বল পক্ষের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনী কারো অজানা নয়। দেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা যে বাড়ছে তার একটি কারণ তো এখানেও নিহিত।

গত বছর দেশের বিভিন্ন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অনুসন্ধান চালিয়ে অসংখ্য জাল দলিল উদ্ধার করা হয়েছিল। এ থেকে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে এক শ্রেণীর কর্মচারীর যোগসাজশের ব্যাপারটিও উদঘাটিত হয়েছিল, তারপর স্বভাবতঃই আশা করা গিয়েছিল: এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি সরকার গোটা ব্যবস্থায় একটা সংস্কার আনার উদ্যোগ নেবেন।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে পথে কাজ কিছু এগোয়নি। শুধু বৃষ্টির পানি আর উই-ইঁদুরের করুণার ওপর নয়, এক শ্রেণীর সুযোগ-সন্ধানী ও দুর্নীতিবাজের স্বার্থান্বেষণের যূপকাষ্ঠেও রাখা হয়েছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের ভাগ্য ও দুর্গতিকে। এভাবে আর কতদিন চলবে এই উদাসীনতা—এই অযত্ন অবহেলা?